যুগান্তর

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# একাদশে ভর্তি শুরু ৬ জুন

## ১ জুলাই থেকে ক্লাস

যুগান্তর রিপোর্ট

সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ৬ জুন। ওইদিন থেকে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে আবেদন গ্রহণ শুরু হবে। একটানা ১৮ জুন পর্যন্ত তা গ্রহণ করা হবে। ৩০ জুনের মধ্যে ভর্তি কাজ শেষ করে ১ জুলাই এই স্তরের ক্লাস শুরু করা হবে।

প্রথমবারের মতো এবার অনলাইনে নেয়া হবে আবেদন। এছাড়া গত বছরের মতো এসএমএসেও আবেদন করা যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, ভর্তির বিষয় নিয়ে আজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরবেন। অপরদিকে যারা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেনি বলে মনে করছে এবং ফল চ্যালেঞ্জ করতে চায় তাদের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া রোববারই শুরু হয়েছে। এসএমএসে নেয়া হচ্ছে তাদের আবেদন। আগামী ৬ জুন পর্যন্ত এই আবেদন নেয়া হবে।

ফল চ্যালেঞ্জের কারণে এবার একাদশে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দুই ক্যাটাগরিতে (যারা ফল চ্যালেঞ্জ করেছে ও করেনি)

শুরু : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

# শুরু : একাদশে ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাগ করা হয়েছে। যারা ফল চ্যালেঞ্জ করেছে তাদের আবেদনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২০ জুন। এ কারণে এই ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের একাদশে ভর্তির আবেদনের সুযোগ ২১ জুন পর্যন্ত রাখা হয়েছে। তবে যারা ফল চ্যালেঞ্জ করেনি, তারা ১৮ জুনের পর ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না।

প্রথমবারের মতো এবার অনলাইনে ভর্তির আবেদন নেয়া হবে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের প্লাটফর্ম 'আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীর্ষক www.xiclassadmission.gov.bd. ওয়েবসাইটে গিয়ে এই আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ ৫টি কলেজে আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে পছন্দক্রম এবং শিক্ষার্থীর মেধা বা প্রাপ্ত জিপিএ'র ভিত্তিতে কলেজ নির্ধারণ করে দেবে বোর্ড।

পাশাপাশি আগের মতো টেলিটকে এসএমএসের মাধ্যমেও আবেদনের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সব কলেজে মোবাইল ফোনে আবেদনের নিয়ম একই।

তবে এজন্য আগেই জেনে নিতে হবে ভর্তিচ্ছু কলেজের ইআইআইএন (EIIN) নম্বর। মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে CAD <space> কাঙ্ক্ষিত কলেজের EIIN নম্বর <space> কাঙ্ক্ষিত গ্রুপের নামের প্রথম অক্ষর <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর <space> পরীক্ষার রোল নম্বর <space> পরীক্ষার পাসের সাল <space> শিফটের নাম <space> ভার্সন <space> কোটার নাম লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।

আবেদনের ফি হিসেবে অনলাইনে দেড়শ' টাকা দিতে হবে। আর এসএমএসে প তি কলেজের জন্য এক আবেদনের জন্য ১২০ টাকা করে দিতে হবে। কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য একই নিয়মে আবেদন করতে হবে।

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, গেল কয়েক বছর ধরে অভিভাবকরা এসএমএসে আবেদন করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ কারণে এবারও আমরা অনলাইনের পাশাপাশি এসএমএস ব্যবস্থা রেখেছি। তবে অনলাইনে ৫টি কলেজে আবেদনের জন্য ১৫০ টাকা দিলেও সমসংখ্যক আবেদনের জন্য এসএমএসে গেলে ৬০০ টাকা লাগবে।

এদিকে অনলাইনে কোনো শিক্ষার্থী ৫টি কলেজে আবেদনের পর মেধা অনুযায়ী একটিতেও ভর্তির সুযোগ না পায়, সে ক্ষেত্রে কী হবে— এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা সচিব বলেন, 'আমাদের প্রচুর আসন ব্যবস্থা রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে যে কলেজে আসন শূন্য থাকবে, সেখানে ব্যবস্থা করা হবে।'

জানা গেছে, আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার সারা দেশের কলেজের নতুন ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজটি করবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল কবীর যুগান্তরকে বলেন, অনলাইনের নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা কোন কলেজে ভর্তি হবে তা শিক্ষা বোর্ড নির্ধারণ করে দেবে। এটা এজন্য যে, বিভিন্ন কলেজ থেকে অভিভাবকরা এটি নির্ধারণ করে দিতে অনুরোধ করেছেন। বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অযাচিত চাপ থাকে। তিনি আরও বলেন, এসএমএস পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে বোর্ড কেবল নির্দিষ্ট কলেজের আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধা অনুযায়ী ভর্তির মূল তালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকা করে দিত। কিন্তু একশ্রেণীর কলেজ এই ভর্তি নিয়ে ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে বোর্ডে। তাই এবার একটিমাত্র তালিকা করে দেয়া হবে। কোনো অপেক্ষমাণ তালিকা থাকবে না। অগ্রাধিকার ও মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি না করলে সরকার সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

**ফলাফল চ্যালেঞ্জ শুরু** : এদিকে ২০১৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন শুধু টেলিটক থেকে নেয়া হচ্ছে, যা আগামী ৬ জুন পর্যন্ত চলবে।

এ ব্যাপারে টেলিটক জানায়, পুনঃনিরীক্ষণের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। প্রতি বিষয় এবং প্রতিটি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা ফি গ্রহণ করা হবে।

ফিরতি এসএমএসে আবেদন বাবদ কত টাকা কাটা হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বও দেয়া হবে। এরপর আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

যেসব বিষয়ে দুটি পত্র (যেমন— বাংলা, ইংরেজি) রয়েছে সেসব বিষয়ে একটি বিষয় কোডের বিপরীতে দুটি পত্রের জন্য আবেদন ফিসেবে গণ্য হবে এবং ফি হিসেবে ২৫০ টাকা ফি গ্রহণ করা হবে। একই এসএমএসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে কমা (,) দিয়ে লিখতে হবে। আবেদন গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট বোর্ড পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ নম্বরে জানিয়ে দেবে।